তারাশঙ্করের

বিচারক

তারাশঙ্করের

বিচারক

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **প্রভাত মুখোপাধ্যায়**

সঙ্গীত : **তিমিরবরণ**

রূপ দিয়েছেন :

উত্তমকুমার ; অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ; **দীপ্তি রায়** ; ছবি বিশ্বাস ; পাহাড়ী সান্যাল

চন্দ্রা দেবী ; বাণী হাজরা ; অতনু ঘোষ ; প্রফুল্ল দে ; সুশীল দাস ; **পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য** ;

রবিন বন্দ্যোঃ ; অজয় বরুয়া ; মনোরমা দেবী ইত্যাদি।

অতিথী শিল্পী : নলিনেশ সেন ॥

চিত্রগ্রহণ : অজয় মিত্র ; শব্দগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ ; **সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়** ;

সম্পাদনা : হরিদাস মহলানবীশ ; শিল্পনির্দ্দেশ : সুনীতি মিত্র ; রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙুলী ;

পটশিল্পী : কবি দাসগুপ্ত ; ব্যবস্থাপনা : পঙ্কজ ঘোষ ; প্রচার : ক্যাপস্ ;

স্থিরচিত্র : ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী।

সহকারী

পরিচালনায় : নিমাই রায় ; চিত্ত মুখোপাধ্যায় ; গোলক বন্দ্যোঃ ; তপন ভট্টাচার্য্য। চিত্রগ্রহণে : আশুতোষ দত্ত ; ননী দাস। সম্পাদনায় : নিমাই রায়। শিল্প নির্দেশনায় : প্রসাদ মিত্র। শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দ। রূপসজ্জায় : দুর্গা চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় : জুগারাম ; বলাই মণ্ডল। অন্যান্য কর্মী : কমলকৃষ্ণ দাস ; কেনারাম হালদার ; কেষ্ট দাস ; ব্রজেন দাস ; কালীচরণ ; মঙ্গল সিং ; রামখেলন ; জগন মনি ; গোপাল ; কানাই ; ক্ষেত্র ; কার্ত্তিক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ক্যালকাটা সাউথ ক্লাব ; বাঙ্কিপুর ক্লাব পাটনা ; কুমার প্রকৃতীশ বরুয়া ; অমল বরুয়া ; অলকেশ বরুয়া ; সত্য জালান ; দীলিপ বসু ; মীনা ইলেক্‌টিক্যাল ওয়ার্কস্।

কণ্ঠ-সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ; উৎপলা সেন ; মৃণাল চক্রবর্ত্তী।

পরিস্ফুটন : ফিল্ম সার্ভিস ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবোরেটরী।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে ডি-ল্যুক্স মেসিনে এবং বর্হিদৃশ্য ভয়েস অফ ইণ্ডিয়া মেশিনে গৃহীত।

একমাত্র পরিবেশক : **শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

★ গল্পের সূচনা ★

প্রবীন বিচারক জ্ঞানেন্দ্রনাথ। গম্ভীর মানুষ। চিন্তাশক্তির গভীরতা তাঁর বিস্ময়কর, অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারে তিনি ক্ষমাহীন।

তাঁর স্ত্রী সুরমা দেবী জজের মেয়ে। অপরূপ সুন্দরী ছিলেন এক সময়। আজও সে সৌন্দর্য্য ম্লান হয়নি।

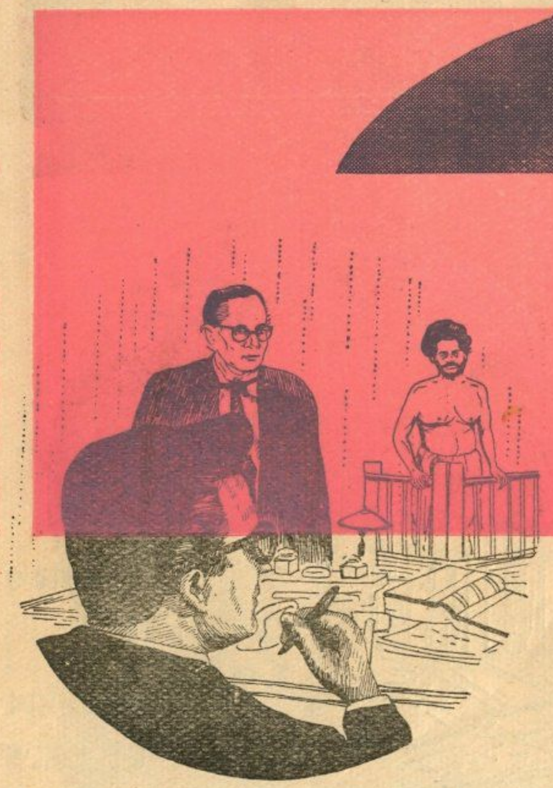

নিঃসন্তান সুরমা দেবীর এখনও পরিণত বয়সের যুবতী ব'লে ভ্রম হয়। ইনিও জ্ঞানেন্দ্রনাথের নাগাল পান না।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঈশ্বর মানেন না। ঈশ্বরকে স্মরণ তিনি করেন না। উনি বলেন ভগবান একজন অটোক্র্যাট। ইচ্ছে করলেই আসামীকে দোষী জেনেও বেকসুর মাফ করে খালাস দিতে পারেন। মানুষ জজ তা পারে না। উনি বলেন জজিয়তি ভগবানগীরির চেয়েও কঠিন। ওঁর আদালতে মামলা চলেছে। বিচিত্র খুনের মামলা। বড় ভাই আসামী। ছোট ভাই খুন হয়েছে। তাদের মধ্যে ছিল গ্রামের তরুণী চাঁপা। প্রবীন ও বিচক্ষণ সরকারী উকিল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মামলার ঘটনাগুলি বর্ণনা

ক'রে চলেছেন। আসামী নগেন স্বীকার করেছে যে নৌকো উল্টে নদীর মধ্যে দুজনে জলে ডুবে গিয়েছিল। ছোট ভাই সাঁতার ভালো জানত'না, সে বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরে। বড় ভাই, আসামী নগেন সেই কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে আত্ম-রক্ষার জান্তব প্রকৃতির তাড়নায় তার গলা টিপে ধরে। পরদিন সকালে খগেনের দেহ পাওয়া যায়

ওই চড়ায়, আরও খানিকটা নীচে।

তীক্ষ্ণধী জ্ঞানেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে শুনতে থাকেন। অবিনাশবাবু আশ্চর্য্য ধীমত্তার সঙ্গে তাঁর সওয়াল শেষ করে বলেন "এটা দুর্ঘটনা তো নয়ই, আর কেবল আত্মরক্ষার জন্যই যে আসামী একাজ করেছে তাও নয়। আসামী একটি নারীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে তার স্নেহ মমতা···তার কর্তব্যবোধ···॥

সচকিত হয়ে সোজা উঠে বসলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। সামনেই আসামী নগেন। পেছনে তার দেওয়াল। সেই দেওয়ালে আসামীর ছায়াটা পড়েছে প্রকাণ্ড প্রশ্নচিহ্নের মতন।

সুমতির কাছে তাঁর অপরাধ আছে? কত-খানি? আজ দীর্ঘকাল পর অকস্মাৎ জ্ঞানেন্দ্রনাথ পলাতক আত্মগোপন-কারীর দুর্বিষহ অবস্থা অনুভব করতে থাকেন।···

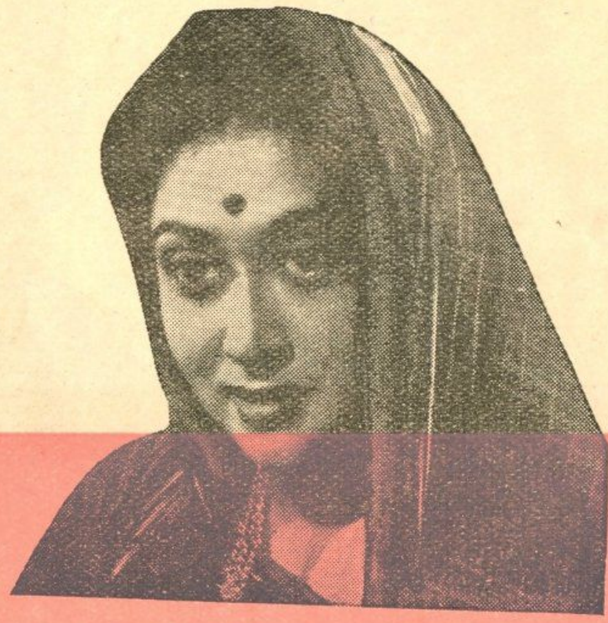

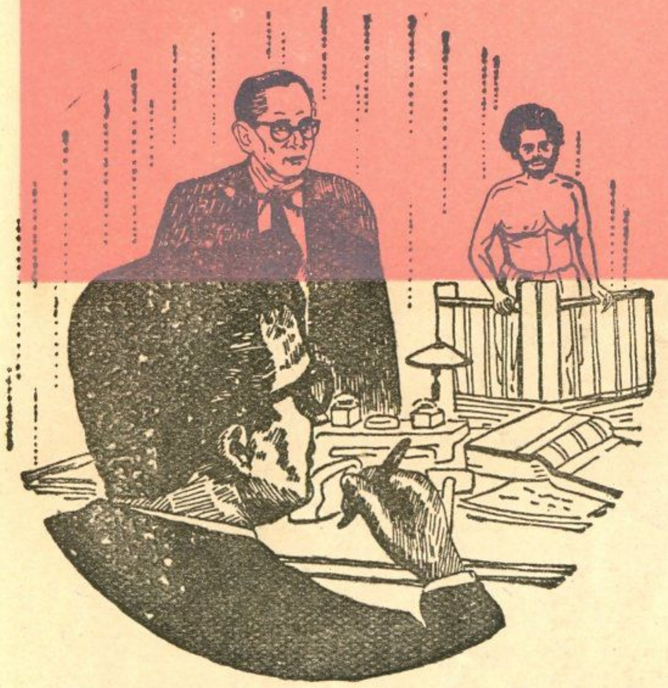

সারা কোর্টঘর ঘুরতে থাকে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কি অপরাধী?

কতখানি তার অপরাধ???

সুমতি। সুমতি।

সুমতির স্মৃতি মর্মান্তিক।

সেই রাত্রে সুমতির হাতখানাই শুধু তিনি ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। কোনো আঘাত তিনি করেন নি।

তাহ'লে?

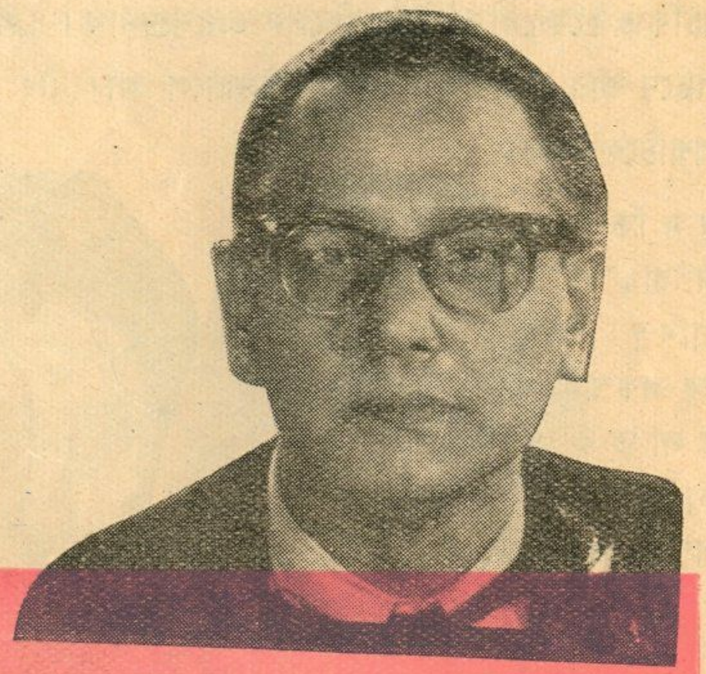

সঙ্গীতাংশ

[১]

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি, বন্ধু, বেঁধেছিনু অঞ্জলি ॥
তখনো কুহেলিজালে
সখা, তরুণী উষার ডালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা উঠিতেছে ছলছলি ॥
এখনো বনের গান
বন্ধু, হয়নি তো অবসান
তবু এখনি যাবে কি চলি
ও মোর করুণ বল্লিকা,
তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরো ঝরো হল, এই বেলা তোর শেষ কথা
দিস বলি।

কথা ও সুর : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গেয়েছেন : উৎপলা সেন ও মৃণাল চক্রবর্ত্তী

আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে।
দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচারঘরে ॥
যদি পূজা করি মিছা দেবতার,
শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো 'পর,
আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে ॥
লোভে যদি কার দিয়ে থাকি দুখ,
ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক-তরে—
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায়
কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়
আপনি বিনাশ করি আপনার মোহের ডরে,
আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে ॥

কথা ও সুর : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গেয়েছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

মুক্তি আসন্ন..

দেবর্ষি

নারদের সংসার

প্রযোজনা • হীরেন বসু

সরোজ মুখার্জির প্রযোজনায়

রহস্য-রস-ঘন চিত্র

রাতের অন্ধকারে

চিত্রনাট্য • প্রেমেন্দ্র মিত্র

মেট্রোপলিটান পিক্‌চার্সের নিবেদন

অবধূত রচিত

নির্দ্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে

প্রধান ভূমিকায় : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশনা : শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ

শ্রীবিষ্ণু পিকচর্সে, ৮৭নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।